দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..20 DEC 2016...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৫...

সাক্ষরতা বৃদ্ধিতে ধীরগতি

এডুকেশন ওয়াচের প্রতিবেদন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাক্ষরতার ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি হলেও তা বেশ ধীরগতিসম্পন্ন, বছরে মাত্র ০.৭ শতাংশ। অগ্রগতির হার পঠন ও লিখন দক্ষতার ক্ষেত্রে তুলনামূলক ভাল হলেও গাণিতিক দক্ষতা এবং দক্ষতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা খুবই কম। সাক্ষরতার ক্ষেত্রে অগ্রগতি যদি এই হারে চলতে থাকে তা হলে সাক্ষরতা দক্ষতার প্রাথমিক স্তরে পৌঁছতেই বাংলাদেশের সকল নাগরিকের আরো ৪৪ বছর এবং অগ্রসর পর্যায়ে উন্নীত হতে ৭৮ বছর লাগবে। গতকাল সোমবার আগারগাঁওয়ের এলজিইডি ভবন মিলনায়তনে 'সাক্ষরতা, দক্ষতা ও জীবনব্যাপী শিক্ষা-এসডিজি বাংলাদেশ: আমরা কোথায়' শীর্ষক এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনটি তৈরি করছে গণসাক্ষরতা অভিযান।

গণসাক্ষরতা অভিযানের চেয়ারম্যান কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের প্রতিনিধি মারিও রনচি, ইউনেস্কো বাংলাদেশের এডুকেশন প্রোগ্রাম বিশেষজ্ঞ সুন লি। বক্তব্য রাখেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী ও এডুকেশন ওয়াচের সম্পাদক ড. মনজুর আহমেদ।

> ২০০২ সালে ১১ বছরের চেয়ে বেশি বয়সী মানুষের সাক্ষরতার হার ছিল ৪১ দশমিক ৪ শতাংশ। ২০১৬ সালে এ হার বেড়ে হয় ৫১ দশমিক ৩ শতাংশ। ১৪ বছরে সাক্ষরতার হার বেড়েছে ৯ দশমিক ৯ শতাংশ। গড়ে প্রতিবছর এ হার বাড়ছে মাত্র ০.৭ ভাগ

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০২ সালে ১১ বছরের চেয়ে বেশি বয়সী মানুষের সাক্ষরতার হার ছিল ৪১ দশমিক ৪ শতাংশ। ২০১৬ সালে এ হার বেড়ে হয় ৫১ দশমিক ৩ শতাংশ। ১৪ বছরে সাক্ষরতার হার বেড়েছে ৯ দশমিক ৯ শতাংশ। গড়ে প্রতিবছর এ হার বাড়ছে মাত্র ০.৭ ভাগ।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০২ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারীদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশই ছিল অস্বাক্ষর। ২০১৬ সালে এসেও এই অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। শিক্ষার বর্তমান মান নিয়ে জনগোষ্ঠীর ৮০ শতাংশের প্রাথমিক পর্যায়ের সাক্ষরতা অর্জনের জন্য ৬ থেকে ৭ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষার প্রয়োজন। এবং তিন-চতুর্থাংশ জনগোষ্ঠীর অগ্রসর পর্যায়ে সাক্ষরতা অর্জনের জন্য ১০ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষার প্রয়োজন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং বিভিন্ন স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের হার খুবই কম। সাধারণ মানুষের কাছে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য নেই, আর থাকলেও ভুল তথ্য সবচেয়ে বেশি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর ৭৮ ভাগেরও বেশি মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। ৬২ ভাগ মানুষ টেলিভিশনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখে। ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে ফেসবুক ব্যবহারসহ অন্যান্য বিনোদন কাজে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী বলেন, সমাজের নিচের দিকের মানুষগুলোকে আলোর পথে না আনলে আমরা কিভাবে ২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হব? প্রতিবেদনে দেশের সবার সাক্ষরতার হার সম্পন্ন করতে আরো ৩৬ বছর লাগবে বলে বলা হয়েছে। তাই আমাদের বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে, যাতে করে সমাজের নিচের দিকের লোকদের যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বিভিন্ন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও ডিজিটাল পঠন সামগ্রীর প্রাপ্যতা এবং তার ব্যবহার নতুন আশার সঞ্চার করছে। পেশাগত, ব্যক্তিগত ও সামাজিক মান উন্নয়নের জন্য তথ্যের চাহিদা রয়েছে।

প্রতিবেদনের সুপারিশে বলা হয়, সাক্ষরতার সংজ্ঞা পুনঃনির্ধারণ প্রয়োজন। একটি জাতীয় মূল্যায়নভিত্তিক সাক্ষরতা পরিমাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সাক্ষরতার সনাতন পরিমাপক পদ্ধতি এবং দ্বিমাত্রিক সংজ্ঞা বাস্তবিকভাবে আর কার্যকর নয়। এ ছাড়া সাক্ষরতা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য অবশ্যই দূর করতে হবে; শিক্ষা ও শেখার সুযোগ যেন বিরাজমান বৈষম্যকে আরো শক্তিশালী করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য বজায় রেখে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয় বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।